প্রথম আলো

তারিখ 10 FEB 2012
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৫

ঢাকায় কিছু স্কুলে ভর্তি ফির নামে বাণিজ্য চলে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, ঢাকায় কিছু স্কুলে ভর্তি ফি ও উন্নয়ন ফির নামে বাণিজ্য চলে। এ বাণিজ্য চলতে দেওয়া যাবে না। অতিরিক্ত ফি ফেরত দিতে হবে অথবা শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতনের সঙ্গে তা সমন্বয় করতে হবে।

জাতীয় সংসদে গতকাল বৃহস্পতিবার প্রশ্নোত্তর পর্বে আওয়ামী লীগের এ কে এম রহমত উল্লাহর সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রশ্নোত্তর পর্বের আগে বিকেল চারটা ৪০ মিনিটের দিকে স্পিকার আবদুল হামিদের সভাপতিত্বে সংসদের অধিবেশন শুরু হয়।

সংসদে প্রশ্নোত্তর

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম বলেন, 'কিছু স্কুল মানসম্মত বলে এই সুযোগ নেয়। এতে অভিভাবকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। কিন্তু শিক্ষা নিয়ে কেউ বাণিজ্য করতে পারবে না। এ ধরনের কাজ বরদাশত করা হবে না। কারণ, এটা বাণিজ্যের জায়গা নয়। আমরা এ ধরনের ভর্তি-বাণিজ্য বন্ধ করব।'

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, যেসব স্কুল বেশি টাকা নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যারা ভর্তি ফি এবং উন্নয়ন ফির নামে অতিরিক্ত টাকা নিয়েছে, তাদের তালিকা মন্ত্রণালয়ের কাছে আছে। এ টাকা ফেরত দিতে বলা হয়েছে। অথবা আগামী মাস থেকে ছাত্রদের বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, বিজ্ঞানশিক্ষার প্রতি ছাত্রদের আগ্রহ কমে যাচ্ছে। আকর্ষণীয় চাকরির লোভে ছাত্ররা ব্যবসায়, এমবিএ, বিবিএ বিষয়ে বেশি ঝুঁকছে। এটি শুভ লক্ষণ নয়। বিজ্ঞানশিক্ষার প্রতি ছাত্রদের আকৃষ্ট করতে সরকার প্রচারণা চালাচ্ছে। ছাত্ররা পড়ে যাতে আনন্দ পায়, সে জন্য পাঠ্যপুস্তককে আকর্ষণীয় করা হচ্ছে।

আওয়ামী লীগের শাহিদুজ্জামান সরকারের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী জানান, দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র অনুপাতে সবচেয়ে বেশি শিক্ষক রয়েছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি চারজন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক আছেন। অন্যদিকে ছাত্র অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা সবচেয়ে কম জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি ৫১ জন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন একজন।

আওয়ামী লীগের সুবিদ আলী ভূইয়ার প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্তমানে রাস্তার পাশে ব্যস্ততম এলাকায় রয়েছে, সেগুলো সরিয়ে নেওয়ার জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে।

আবদুল্লাহ আল ইসলামের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, সাংসদদের কাছ থেকে এমপিওভুক্তির জন্য যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম নেওয়া হয়েছে, অর্থপ্রাপ্তি সাপেক্ষে সেগুলোকে এমপিওভুক্ত করা হবে।